দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ … 06 DE … 1998 …
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

মাগুরা নিরক্ষরমুক্ত জেলা ঘোষণা

ক্ষুধা দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের জিততে হবে ॥ প্রধানমন্ত্রী

মাগুরা, ৫ ডিসেম্বর (ইউএনবি) ॥ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বাঙালী জাতির ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা, কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার কাছে দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা আত্মসমর্পণ করবে। আমরা এখন ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিয়োজিত রয়েছি। অতীতের মতো ঐক্য ও দেশপ্রেমের চেতনা নিয়ে এই লড়াইয়ে আমাদের জিততে হবে।

প্রধানমন্ত্রী স্থানীয় স্টেডিয়ামে আয়োজিত এক জনসভায় বক্তৃতাকালে এ কথা বলেন। সরকারের সর্বাত্মক সাক্ষরতা আন্দোলনের অধীনে বিকশিত মাগুরার কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মাগুরাকে একটি নিরক্ষরতামুক্ত জেলা হিসাবে ঘোষণার জন্য এই জনসভার আয়োজন করা হয়।

(২ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

ক্ষুধা দারিদ্র্য

(প্রথম পাতার পর)

বিকশিত মাগুরার কাজ শুরু হয় ১৯৯৭ সালের মার্চে এবং গত দেড় বছরে জেলাকে নিরক্ষরতার অভিশাপমুক্ত করার জন্য ২ লাখেরও বেশি বয়স্ক নারী-পুরুষকে শিক্ষাদান করা হয়।

সাক্ষরতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশ থেকে নিরক্ষরতা সম্পূর্ণভাবে দূর করা ছাড়া অর্থনৈতিক মুক্তি সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে পূর্ণ সাক্ষরতা।

তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৩৬ হাজার ১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে প্রথম জাতীয়করণ করেন এবং ৫৫ হাজার ৭৪২ জন প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি সরকারী তালিকাভুক্ত করেন। জাতির জনকের এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপের ফলে সারা দেশে শিক্ষার সম্প্রসারণে একটি বাস্তবমুখী পরিবর্তন সূচিত হয়। বিশেষ করে পল্লী এলাকায় শিক্ষার বিস্তার ঘটে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জনবহুল বাংলাদেশে নিরক্ষরতা হচ্ছে সার্বিক উন্নয়নের প্রধান প্রতিবন্ধকতা।

তিনি বলেন, সরকার জনগণের মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে এবং শিক্ষাকে দারিদ্র্যমোচনের প্রধান কৌশল হিসাবে গ্রহণ করেছে।

শেখ হাসিনা বলেন, দেশে এখন শিক্ষার হার শতকরা ৫১ ভাগেরও বেশিতে উন্নীত হয়েছে। নিরক্ষরতার অভিশাপমুক্ত করে বিপুলসংখ্যক লোককে মানব সম্পদে পরিণত করতে না পারলে সার্বিক জাতীয় উন্নয়ন ব্যাহত হবে। এ কারণে সরকার শিক্ষা উন্নয়নের একটি সমন্বিত কর্মসূচী বাস্তবায়িত করছে এবং দেশকে ২০০৬ সালের মধ্যে নিরক্ষরতামুক্ত করার পরিকল্পনা নিয়েছে।

এর আগে প্রধানমন্ত্রী শহরের আসাদুজ্জামান মিলনায়তনে আওয়ামী লীগের এক কর্মী সমাবেশে বক্তৃতা করেন। শেখ হাসিনা জনগণের কল্যাণে আত্মত্যাগ করার জন্য তাঁর দলের নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, আপনারা ত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন এবং জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন।

যশোর অফিস থেকে দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রতিনিধি ও মাগুরা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাগুরা স্টেডিয়ামের জনসমাবেশে বলেন, ২০০২ সালের মধ্যে দেশে বয়স্ক সাক্ষরতার হার শতকরা ৮০ ভাগে উন্নীত করা হবে। সারা দেশকে মাগুরার অনুসরণ করা উচিত। তিনি বলেন, বাংলাদেশ তার প্রাথমিক ও গণশিক্ষায় অবদানের জন্য '৯৮ সালের আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা পুরস্কার লাভ করেছে। তিনি বলেন, দেশে আরও ৫ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ২০ হাজার স্যাটেলাইট স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে। তিনি আরও বলেন, ভোটের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে এবার অর্থনৈতিক মুক্তি আনতে হবে। তিনি মাগুরাতে একটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে ভাষণ দেন বিকশিত মাগুরার সভাপতি ও জেলা প্রশাসক নূরুজ্জামান খান, আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য আমির হোসেন আমু, শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপিকা জিন্নাতুননেসা তালুকদার, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব ডঃ সাদত হোসাইন, জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক আলতাফ হোসেন, বীরেন সিকদার এমপি ও ডাঃ এমএম আকবর এমপি।